সুজন ই-সংবাদ

আসুন সবাই মিলে শপথ করি করোনা ভাইরাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়ি

সংখ্যা-২০ | ২৮ মে, ২০২০

সম্পাদকীয়:

করোনাভাইরাসের মহামারিতে সারাবিশ্ব লন্ডভন্ড। বাংলাদেশের অবস্থা ভয়াবহ থেকে ভয়াবহতর হচ্ছে। এমনি এক শঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে সুজন-এর পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় "করোনাভাইরাসের মহামারি: বিরাজমান বাস্তবতা ও করণীয়" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক। বৈঠকটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই প্রকাশিত হলো এই ই-নিউজ লেটার।

"করোনাভাইরাসের মহামারি: বিরাজমান বাস্তবতা ও করণীয়" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২৩ মে ২০২০, সুজন-এর উদ্যোগে "করোনাভাইরাসের মহামারি: বিরাজমান বাস্তবতা ও করণীয়" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সুজন-সভাপতি এম হাফিজউদ্দিন খানের সভাপতিত্বে এবং সুজন-সম্পাদক ড. বদিউল মজুমদারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত বৈঠকটিতে আলোচনার সূত্রপাত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ও সুজন-এর নির্বাহী সদস্য অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস। বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন আইইডিসিআর-এর উপদেষ্টা ডা. মুশতাক হোসেন এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. এম এইচ লেনিন চৌধুরী ও ড. মুজাহেরুল হক। বৈঠকটিতে আরো আলোচনা করেন সুজন-এর কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ, নির্বাহী সদস্য ড. তোফায়েল আহমেদ ও ড. শাহনাজ হুদা, বিশিষ্ট সাংবাদিক অজয় দাশগুপ্ত ও গোলাম মোর্তজা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল,

বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, রাজনীতিবিদ জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স, নগর পরিকল্পনাবিদ জনাব রিয়াজ উদ্দিন, মানবাধিকারকর্মী রেজাউর রহমান লেনিন, সুজন-রংপুর মহানগর কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ খন্দকার ফকরুল আনাম বেঞ্জু, চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আখতার কবীর চৌধুরী, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের জাতীয় সমন্বয়কারী মিশাল বিন সলিম প্রমুখ। সুজন-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকারের সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়।

আলোচনার সূত্রপাত করতে গিয়ে অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, সততাই হচ্ছে

সংকট মোকাবিলায় প্রধান জায়গা। সংকটের সময় তথ্যের স্বাধীনতা বেশি থাকা দরকার, সেখানে আমাদের এখানে উল্টোটা ঘটছে। আমরা সাধারণ মানুষের জীবনের বিনিময়ে এলিটদের রক্ষা করতে চাচ্ছি। অথচ দরকার ছিল, সবাই যাতে ঘরে থাকতে পারে এজন্য পর্যাপ্ত সহায়তা দেওয়া। সরকার এই দায়িত্ব এড়াতে চাচ্ছে বলে হার্ড ইমিউনিটির মতো নিষ্ঠুর জায়গায় চলে যাচ্ছে। সরকারের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটা সংকট দেখতে পাচ্ছি।

ডা. মুশতাক হোসেন বলেন, মহামারি মোকাবিলার প্রথম শর্ত হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ করার স্বাস্থ্য কাঠামো আছে কিনা, স্বাস্থ্যসেবার দেওয়ার মতো যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর্মী আছে কিনা সেটা নিশ্চিত করা। সারাদেশে জালের মতো স্বাস্থ্য কাঠামোই মহামারি থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে। বাংলাদেশের মানুষ ধুলাবালি খেয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করেছে, এমন কথার কোনও ভিত্তি নেই। সেটা হলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এতো বাংলাদেশি মারা যেত না, বাংলাদেশিদের স্বাস্থ্যের অবস্থা খুব খারাপ।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ড. মুজাহেরুল হক করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের চিকিৎসাসেবার অব্যবস্থাপনার চিত্র তুলে ধরে এইদিকে দৃষ্টি দেয়ার আহ্বান জানান।

ডা. এম এইচ লেনিন চৌধুরী বলেন, আমরা সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতা লক্ষ্য করছি, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি । যখন নিয়ন্ত্রণ করার সময় তখন সবাইকে বাড়িতে যেতে দেওয়া হচ্ছে, আবার সেখানেও যাদের গাড়ি আছে তাদের জন্য সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে। একটা সমন্বয়ের জায়গায় আসতে হবে, অন্যথায় এই ভাইরাস নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।

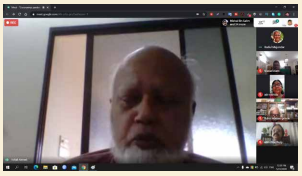

ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, আমরা ত্রাণের কথা যত শুনি, চিকিৎসার কথা তত শুনতে পাই না। গণস্বাস্থ্যের কীটের কী অবস্থা আমরা সেটা জানতে চাই।

বিশিষ্ট সাংবাদিক অজয় দাশগুপ্ত বলেন, আমরা দীর্ঘদিন থেকে বেসরকারি স্বাস্থ্যখাতকে প্রমোট করে এসেছি। আমাদের এই পলিসি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

ড. আসিফ নজরুল বলেন, পরিকল্পনা হতে হয় তথ্যভিত্তিক। আমাদের এখানে তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সম্পূর্ণতা নিয়ে বিরাট প্রশ্ন আছে। দ্বিতীয়ত আমাদের সুচিন্তিত কোনও পরিকল্পনা নেই। পরিস্থিতির চাপে পড়ে সরকার হুটহাট করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, যা খুবই চিন্তার বিষয়। ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে কোনও সমন্বয় নেই। সরকার তথ্য নিয়ন্ত্রণে গ্রেফতার ও হয়রানি করছে। যার ফলে মানবাধিকারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

সাংবাদিক গোলাম মোর্তজা বলেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অপরিপক্কতা, অদূরদর্শিতা ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার কোনও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। সরকার তথ্য প্রকাশ না হওয়ার জন্য অঘোষিত একটা নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে বলে মনে হচ্ছে। আমি মনে করি, আমাদের বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে গণস্বাস্থ্যের কীট অনুমোদন দিয়ে লাখ লাখ টেস্ট করে চিহ্নিতদের আলাদা করে ফেলা।

মানবাধিকার কর্মী রেজাউর রহমান লেনিন বলেন, পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের উপর আমাদের নজরদারি রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো ঔষধ প্রশাসন, দুদক, মানবাধিকার কমিশন, আদালত ও তথ্য কমিশন। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায় বিচার টিকিয়ে রাখতে হলে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর ভূমিকা থাকতে হবে।

নগর পরিকল্পনাবিদ রিয়াজ উদ্দীন বলেন, সরকার করোনা মোকাবিলায় কী নীতি গ্রহণ করেছে সেটা আমরা জানি না। সরকারের উচিত এটা প্রকাশ করা। সামনে শীত আসলে সংক্রমণ আরও ভয়াবহ পর্যায়ে চলে যেতে পারে সেটি বিবেচনায় রাখতে হবে।
ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, সচেতনতা হচ্ছে এই ধরনের ভাইরাস মোকাবিলার একটা বড় জায়গা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, আমাদেরকে দীর্ঘদিন এই ভাইরাসের সঙ্গে বসবাস করতে হতে পারে। তাই এই ভাইরাস সহিষ্ণু হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব এম হাফিজউদ্দিন খান বলেন, আশা করি আজকের আলোচনায় উঠে আসা বিষয়গুলো সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করবেন।

শোক সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, সুজন-মুন্সীগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্য ও বিশিষ্ট নারীনেত্রী নাসিমা আক্তার গত ২৩ মে ২০২০, দুপুর ২ টায়, স্ট্রোকজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৫২ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী ও এক কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গিয়েছেন।
আমরা সুজন- কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে প্রয়াত নাসিমা আক্তারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁর শোকাভিভূত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সম্পাদক: ড. বদিউল আলম মজুমদার
নির্বাহী সম্পাদক: দিলীপ কুমার সরকার
কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সোহেল রানা
প্রকাশনায়: সুজন সচিবালয়
আইটি ইউনিট প্রডাকশন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক

shujan.org | votebd.org
facebook.com/shujan.bd

হেরাল্ডিক হাইটস, ২/২, মিরপুর রোড, (লেভেল-৪)
বক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭।
ফোন: ৯১৩-০৪৭৯, ৯১২-২০৮৬

গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিবেদন লিখেছেন: তরুণ গবেষক আনোয়ারে ফরহাদ এবং শোক সংবাদ পাঠিয়েছেন: আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মুর্শিকুল ইসলাম শিমুল।